সংক্ষিপ্ত

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম আব্দুল আজিম মুনজিরি রহ.

সংক্ষিপ্ত

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ.

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ.
শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

সংযোজন

ড. সায়্যিদ বাকদাশ

অনুবাদ

ইউসুফ আমিন

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সংক্ষিপ্ত আত-তারগিব ওয়াত তারহিব [প্রথম খণ্ড]
ইমাম আব্দুল আজিম মুনজিরি রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikprokashon1@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২ ইং

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
bookriver.bd.net
signature of noor
raiyaanshop.com
hoqueshop
boiferry.com

মূল্য : ৭৫০/-

ইহদা

আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী হাফিজাহুল্লাহ

সূচিপত্র

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২
ভূমিকা ১৬
অনুবাদকের কথা ২১
আত-তারগিব ওয়াত তারহিব সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত ২৪
জয়িফ হাদিস : কিছু কথা ২৫

অধ্যায় : ইখলাস ২৯
বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি উৎসাহ ২৯
রিয়া (লৌকিকতা) থেকে সাবধান ৩৩

অধ্যায় : সুন্নাতের অনুসরণ ৪২
কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে উৎসাহ, সুন্নাহ পরিত্যাগ ও বিদআত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ৪২

অধ্যায়: ইলম ও জ্ঞান ৫৩
ইলমে দীন শিক্ষা ও তার ফজিলত ৫৩
উলামায়ে কিরামের ফজিলত ৫৪
ইলম পৌঁছে দেওয়ার ফজিলত ৫৭
উলামায়ে কিরামের সম্মান করার উপদেশ ৫৯
ইলমে দীনের তলব, শেখা ও শেখানোর প্রতি উৎসাহ ৬২
জ্ঞানার্জনের জন্য সফর ৬৫
ইলমে দীন প্রচার-প্রসার করার প্রতি উৎসাহ ও গোপন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ৬৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত জ্ঞানার্জনে ভীতি প্রদর্শন ৬৮
ইলমে দীন শেখার পর আমল না-করার ভয়াবহতা ৭০
নিজেকে জ্ঞানী দাবি করা, আত্মম্ভরিতা ও পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী ৭০

অধ্যায় : পবিত্রতা.. ৭৩
পথঘাট, গাছের ছায়া ইত্যাদি স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ............৭৩
গোসলখানা, পানি ও গর্তে প্রস্রাব করা থেকে সতর্কতা ৭৪
নাপাকি থেকে কাপড় পবিত্র রাখার নির্দেশ, অসতর্কতার পরিণাম ৭৫
বিনা কারণে ফরজ গোসল বিলম্বের প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ.. ৭৮
অজুর প্রতি গুরুত্ব ৭৮
অজুর শুরুতে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ্ ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা ৮০
মিসওয়াক করার ফজিলত.. ৮১
ভালোভাবে অজু করার উপদেশ ৮২
আঙুল খিলাল করার প্রতি উৎসাহ..৮৯
ভালোভাবে অজু না-করা থেকে হুঁশিয়ারি..৮৯
অজু শেষে দুআ পড়ার ফজিলত ৯০
অজুর পর দু রাকআত নফল সালাত পড়ার প্রতি উৎসাহ.......................৯২

অধ্যায় : সালাত.. ৯৩
সালাত আদায়ের তাগিদ ও ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা ৯৩
আজান দেওয়ার প্রতি উৎসাহ..৯৬
আজানের জবাব ও পরবর্তী দুআ পাঠ করার তাগিদ ৯৮
ইকামত প্রসঙ্গ..৯৯
আজান ও ইকামতের মাঝখানে দুআ করা ১০০
বিনা কারণে আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ...............১০১
মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ.. ১০৩
পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ১০৪
মসজিদে অধিক সময় অবস্থানের ফজিলত ১০৮
রসুন, পেঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে না-যাওয়া ১১০
নারীদের ঘরে থাকার প্রতি উৎসাহ এবং ঘর থেকে বের হলে হুঁশিয়ারি.....১১৩
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন ১১৪
ওয়াক্তের শুরুতে সালাত পড়ার ফজিলত.. ১১৯
জামাআতে সালাত পড়ার উৎসাহ এবং নিয়ত থাকা সত্ত্বেও জামাত না-পাওয়ার ফজিলত ১২১
মরুভূমির সফরে সালাতের প্রতি উৎসাহ.. ১২৪

ফজর ও ইশার সালাত জামাতে আদায়ের ফজিলত এবং ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা...... ১২৫
বিনা প্রয়োজনে জামাআত ছেড়ে দেওয়া থেকে হুঁশিয়ারি...... ১২৭
নফল সালাতের প্রতি উৎসাহ...... ১৩০
এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষার ফজিলত ১৩১
ফজর ও আসরের সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত...... ১৩২
ফজর ও আসরের সালাতের পর জায়গায় বসে থাকার ফজিলত...... ১৩৩
ভালোভাবে ইমামতি করার তাগিদ এবং ব্যতিক্রম করার পরিণাম ১৩৬
মুসল্লিদের অসন্তুষ্টিতে ইমামতি করার ভয়াবহতা...... ১৩৭
সালাতের কাতারের বর্ণনা...... ১৩৭
মুসল্লিদের কষ্ট হলে পেছনে সরে আসার ফজিলত ১৪৩
আমিন বলা, সানা পড়া ও ধীরস্থিরে সালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ...... ১৪৩
ইমামের আগে রুকু-সাজদা থেকে মাথা না-ওঠানো...... ১৪৬
রুকু-সাজদায় অলসতার ভয়াবহতা...... ১৪৮
সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে না-তাকানো ১৫২
সালাতে এদিক-সেদিক না-তাকানো ১৫৩
সাজদার জায়গা থেকে পাথরকণা ও ধুলোবালি সরানো থেকে সতর্কতা...... ১৫৪
কোমরে হাত না-রাখার তাগিদ ১৫৫
সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ভয়াবহতা ১৫৬
ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করা ও সময়মতো সালাত না-পড়ার পরিণাম...... ১৫৮

অধ্যায় : নফল সালাত...... ১৬১
দৈনিক বারো রাকআত নফল সালাতের ফজিলত...... ১৬১
ফজরের দু রাকআত সুন্নত সালাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান...... ১৬৩
জোহরের সুন্নতের ফজিলত ১৬৪
আসরের পূর্বে নফল সালাতের প্রতি উৎসাহ ১৬৫
মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাতের ফজিলত...... ১৬৬
ইশার সুন্নতের ফজিলত ১৬৭
বিতর সালাতের ফজিলত এবং না-পড়ার ভয়াবহতা ১৬৮
শেষরাতে ওঠার নিয়তে ওজু সহকারে ঘুমানোর ফজিলত...... ১৬৯
তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি উৎসাহ...... ১৭১
ঘুমচোখে সালাত ও কিরাআত না-পড়া ১৮০
রাতের অজিফা দিনে আদায়ের সুযোগ ১৮২

চাশতের সালাতের ফজিলত ১৮৩
সালাতুত তাসবিহর ফজিলত.. ১৮৬
তাওবার সালাতের ফজিলত ১৮৭
সালাতুল হাজাত পড়ার নিয়ম ও দুআ ১৮৮
ইসতিখারার সালাত আদায়ের প্রতি প্রতি উৎসাহ এবং না-পড়ার ভয়াবহতা ১৯৩
তিলাওয়াতে সাজদা আদায়ের তাগিদ ১৯৫

অধ্যায় : জুমআ ১৯৮
দ্রুত মসজিদে গমন, সালাত ও জুমাবারের বিশেষ ফজিলত ১৯৮
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি উৎসাহ.. ২০৬
জুমআয় দ্রুত গমনের প্রতি উৎসাহ ও ওজর ছাড়া দেরি করার পরিণাম ... ২০৮
মুসল্লিদের ঘাড় টপকে সামনে না-যাওয়া.. ২০৯
খুতবার সময় চুপ থাকা ২১০
বিনা কারণে জুমআ পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা.. ২১১
জুমআর রাত ও দিনের আমলসমূহ.. ২১৪

অধ্যায় : দান-সদকা ২১৫
জাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ ২১৫
স্বর্ণালংকারের জাকাত দেওয়ার নির্দেশ ২১৭
পুরুষের স্বর্ণালংকার না-পরা ২২০
তাকওয়ার সাথে জাকাত সংগ্রহ করা, বাড়াবাড়ি ও খিয়ানত না-করা....... ২২২
সমাজপতি না-হওয়ার তাগিদ.. ২২৪
ভিক্ষাবৃত্তি না-করা, আত্মসংবরণ, অল্পেতুষ্টি ও নিজের হাতে কামাই করার তাগিদ ২২৫
দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের সহায়তা ২৩৮
দাতার সন্তুষ্টি ছাড়া দান গ্রহণ না-করা ২৩৯
দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় কেউ কিছু দান করলে গ্রহণ করার উপদেশ, ধনী হলেও ফিরিয়ে না-দেওয়া ২৪০
আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়ায় ভয়াবহতা.................... ২৪১
দানসদকার প্রতি উৎসাহ.. ২৪২
গোপনে দান করার ফজিলত.. ২৪৮
স্ত্রী, নিকটাত্মীয় ও আজাদকৃত গোলামকে প্রথমে দান করার ফজিলত...... ২৫০

কর্জে হাসানা দেওয়ার ফজিলত.. ২৫১
অসচ্ছল ব্যক্তির ঋণ কমিয়ে দেওয়া ও সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফজিলত ২৫৩
ভালো কাজে খরচ করা ও কৃপণতা না-করা ২৫৫
স্বামীর অনুমতিক্রমে তার ধনসম্পদ থেকে দানসদকা করা.................. ২৬০
মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি উৎসাহ ২৬১
পানি, লবণ, আগুন দ্বারা সাহায্য না-করার ভয়াবহতা.........................২৬৬
ভালো কাজের কৃতজ্ঞতা আদায়, যথাযথ মূল্যায়ন ও দুআ করা ২৬৮

অধ্যায় : রোজা..২৬৯

রমজানের রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ২৬৯
বিনা কারণে রোজা না-রাখার ভয়াবহতা.. ২৭২
রমজানের ফরজ রোজা..২৭৩
নফল রোজা প্রসঙ্গ.. ২৭৭
শাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত ২৭৭
আরাফার রোজা রাখার ফজিলত ২৭৮
হাজিদের আরাফার রোজা প্রসঙ্গ ২৮০
মহররম মাসের রোজার ফজিলত ২৮১
আশুরার রোজা ও ভালো খাবারদাবার...২৮১
শাবান মাসের রোজার ফজিলত...২৮৫
শবেবরাতে ইবাদতের বিশেষ ফজিলত ২৮৬
আইয়ামে বিজের রোজার ফজিলত ২৮৭
সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোজার ফজিলত ২৯০
বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে রোজা রাখার ফজিলত ২৯০
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা না-রাখা............................... ২৯৪
কষ্ট হলে সফরে রোজা না-রাখা ২৯৫
রোজার আদবসমূহ ২৯৯
খেজুর দিয়ে সাহরি ও ইফতার করার ফজিলত ৩০১
দ্রুত ইফতার ও শেষ সময়ে সাহরি খাওয়ার ফজিলত ৩০২
রোজাদারকে খাওয়ানোর ফজিলত ৩০৪
রোজা রেখে গিবত, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা বলা থেকে বিরত থাকার উপদেশ
.... ৩০৪
শবে কদরে অধিক পরিমাণ নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহ.................৩০৬
ইতিকাফের ফজিলত...৩০৬
সদকাতুল ফিতর আদায়ের প্রতি উৎসাহ....................................... ৩০৭

অধ্যায় : ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা ৩০৮
ইদরাতে ইবাদতের ফজিলত ৩০৮
কুরবানির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না-দেওয়ার ভয়াবহতা ৩০৮
উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করা ৩০৯

অধ্যায় : হজ ও উমরা ৩১২
হজের ফজিলত ৩১২
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না-করার ভয়াবহতা ৩২১
হজ, উমরা ও জিহাদের ফজিলত ৩২২
হজ না-করা ধনীদের জন্য বদ দোয়া ৩২৩
নারীদের একবার হজ আদায়ের পর বাড়িতে থাকার নির্দেশ ৩২৪
হালাল মাল দ্বারা হজ ও উমরার প্রতি উৎসাহ ৩২৫
রমজান মাসে উমরা আদায়ের ফজিলত ৩২৭
নবিদের মতো হজ ৩২৯
উচ্চ আওয়াজে ইহরাম ও তালবিয়া-পাঠ ৩৩১
বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা ৩৩১
তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানি চুম্বন, মাকামে ইবরাহিম ও বায়তুল্লাহয় প্রবেশের ফজিলত ৩৩২
হাজরে আসওয়াদ ৩৩৪
জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত ৩৩৮
আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান করার ফজিলত ৩৪১
পাথর নিক্ষেপের প্রতি উৎসাহ ৩৪৭
মাথা মুণ্ডানোর ফজিলত ৩৪৭
জমজমের পানির ফজিলত ৩৪৮
মসজিদুন নববি, বায়তুল মাকদিস ও মসজিদুল হারামে সালাতের ফজিলত ৩৪৯
মসজিদে কুবার ফজিলত ৩৫১
মৃত্যু পর্যন্ত মদিনায় বসবাসের দুআ করা ৩৫৩
মক্কা-মদিনার ফজিলত ৩৫৭

অধ্যায় : যুদ্ধ-জিহাদ ৩৬৬
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফজিলত ৩৬৬
গনিমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করার ভয়াবহতা ৩৭৫
মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত ৩৭৮

গাজি হওয়ার ফজিলত ৩৭৮
দীর্ঘসময় আল্লাহর রাস্তায় সীমানা পাহারা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ............৩৭৯
আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার ফজিলত.................................... ৩৮১
জিহাদের নিয়তে ঘোড়া লালনপালনের প্রতি উৎসাহ ৩৮২
শাহাদাতের তামান্না বুকে লালন করার প্রতি উৎসাহ........................৩৮৫
যে-সব মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৩৯৯
মহামারি-সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ৪০২
যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির মৃত্যু...............................৪০৪
অস্ত্র চালানো শেখার গুরুত্ব এবং শেখার পর ভুলে যাওয়ার ভয়াবহতা ৪০৬
যুদ্ধ পরিত্যাগ করার শাস্তিসমূহ ৪০৯
সমুদ্রপথে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ.. ৪১১
যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার অশুভ পরিণাম............................ ৪১৪
গনিমতের মালে খিয়ানত করার ভয়াবহতা.. ৪১৭

অধ্যায় : জিকির.. ৪১৯
উঁচু বা নিম্ন আওয়াজে সর্বদা আল্লাহ তাআলার জিকির করার প্রতি উপদেশ এবং অধিক পরিমাণে জিকির না-করার ভয়াবহতা ৪১৯
জিকিরের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ ৪২৫
যে মজলিসে আল্লাহর জিকির ও রাসুলের ওপর দুরুদ পড়া হয় না, এমন মজলিসে বসতে অনুৎসাহ... ৪২৯
মজলিসের ভুলত্রুটি মোচনকারী দুআর বর্ণনা ৪৩০
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠের ফজিলত ৪৩২
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু-এর ফজিলত ৪৩৫
সুবহানাল্লাহ, আলহাম্দুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড়ার ফজিলত...৪৩৭

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জগদ্বিখ্যাত আলিম, মারজাউল উলামা আবুল ফজল শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাফিয়ি আল-কিনানি আল-আসকালানি আল-মিসরি রাহিমাহুল্লাহ। 'ইবনু হাজার আসকালানি' নামেই তিনি সুপরিচিত। তিনি সহিহুল বুখারির বিখ্যাত শরাহ *ফাতহুল বারি*-এর লেখক। তিনি ছিলেন একাধারে হাফিজ, মুহাদ্দিস, মুফতি এবং কায়রোর প্রধান বিচারপতি।

নাম ও পরিচয়

তার নাম আহমদ। বংশপরম্পরা হলো, আহমদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মদ। উপনাম—আবুল ফজল, মারজাউল উলামা, শিহাবুদ্দিন। আর উপাধি হলো হাফিজ ও আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস।

তিনি মিশরের ফুসতাত নামক এলাকায় নীলনদের তীরে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত তিউনিসিয়ার অন্তর্গত কাবেস এলাকার অধিবাসী ছিল তার পরিবার। পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনের অন্তর্গত আসকালান নামক স্থানে তারা বসতি স্থাপন করে। আসকালানের অধিবাসী ছিলেন বলেই তাকে 'আসকালানি' বলা হয়।

জন্ম ও শৈশব

ইবনু হাজার আসকালানি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি, মিশরের কায়রোতে। তার বাবা নুরুদ্দিন আলি ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ ও কবি। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতা উভয়কে হারান। অতঃপর মামার তত্ত্বাবধানে কুরআনুল কারিম শিক্ষা করেন। প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির কারণে খুব অল্প সময়ে তিনি কুরআনুল কারিমসহ বেশ কিছু গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন আলিম, ফকিহ ও আরবি সাহিত্যিক। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, আমানতদারিতা, উন্নত চরিত্র, উলামায়ে কিরামের ভালোবাসা-সহ সকল মানবিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তার মা ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে।

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ তার মায়ের ব্যাপারে বলেন, আমার মা ছিলেন কারিয়া, লেখিকা ও প্রচণ্ড মেধার অধিকারিণী।

একটি সুসংবাদ

ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, আমার একজন ভাই ছিলেন। তিনি ফিকহ ইত্যাদি শেখার বয়সে পৌঁছে ইনতিকাল করেন। তার ইনতিকালে বাবা খুব আঘাত পান এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তখন শাইখ ইয়াহইয়া সানাফিরি রাহিমাহুল্লাহ তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, তোমার ঔরসে এমন একজন সন্তান জন্ম নেবে, যে জ্ঞানের মাধ্যমে সারা দুনিয়া ভরে তুলবে।

তিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে একটি ইলমি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন। শুরু থেকেই এমন ইলমি পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিলেন, যা তাকে ইলমের দিকে ধাবিত করেছে এবং প্রেরণা জুগিয়েছে।

যদিও শৈশবে তিনি পিতামাতাকে হারিয়ে ইয়াতিম হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পড়ালেখায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। মিশরের বড়ো একজন ব্যবসায়ী জাকিউদ্দিন খারুবির তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তার বাবা ইনতিকালের আগে খারুবিকে ইবনু হাজারের ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। এজন্য খারুবি ইবনু হাজারের পড়ালেখায় কোনো কমতি হতে দেননি; বরং পাঁচ বছর বয়সেই তাকে মকতবে ভর্তি করিয়ে দেন। বালক ইবনু হাজার তুখোড় মেধার বলে এক দিনেই সুরা মারইয়াম মুখস্থ করে ফেলেন। অতঃপর মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেন।

হারামাইন শরিফাইনের ইমামতি

৭৮৪ হিজরির শেষের দিকে খারুবি হজের উদ্দেশ্যে বের হন। বালক ইবনু হাজারও তার সঙ্গী হন। ঘটনাক্রমে খারুবি হজ-পরবর্তী বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এবং ইবনু হাজার মাত্র ১২ বছর বয়সে হারামাইন শারিফাইনের শাইখদের থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর সে বছরই তিনি হারাম শরিফে ইমামতি করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন।

হজ থেকে ফেরার পরে তিনি আল্লামা মাকদিসির *উমদাতুল আহকাম*, আল্লামা ইরাকির *আলফিয়্যাহ ফিল হাদিস*, আল্লামা কাজবিনির *আল-হাবিস সাগির* ও আল্লামা ইবনু হাজেবের *মুখতাসার ফি উসুলিল ফিকহ*-সহ বহু কিতাব মুখস্থ করেন। আল্লামা সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু হাজার শুধু মকতবের শিশুদের মতো কিতাবই মুখস্থ করেননি; বরং মেধাবীদের মতো বুঝে বুঝে মুখস্থ করেছেন।

৭৯০ হিজরিতে তিনি তাজবিদ সহকারে কুরআনুল কারিম শেখেন। সহিহুল বুখারি শোনেন। তবে এ সময় তার ঝোঁক ছিল আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি। এ ছাড়া শামসুদ্দিন কাত্তান মিশরির কাছে ফিকহ, আরবি ও গণিত শিক্ষা করেন। সবকিছুর পাঠ চুকানো শেষে তিনি হাদিসে নববির প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজ হাতে বহু হাদিস লিখেছেন। এভাবে সমসাময়িক সবাইকে পেছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান সামনে।

কর্মজীবন

তিনি কায়রোর আমর ইবনুল আস এবং আল আজহার মসজিদের খতিব ছিলেন। প্রায় এক হাজারেরও অধিক খুতবা প্রদান করেন। দেড়শোর বেশি কিতাব রচনা করেন। দীর্ঘ ৩০ বছরের সাধনার বিনিময়ে ১২ খণ্ডে রচনা করেন সহিহুল বুখারির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি*। পাশাপাশি ৮২৭ হিজরি থেকে পরবর্তী ২১ বছর তিনি কায়রোর প্রধান বিচারপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবন

তার বয়স যখন ২৫ বছর, ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত হাদিস-বিশারদ উনস খাতুনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। উনস খাতুন হাফিজ আল-ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ থেকে হাদিসের ইজাজত পেয়েছিলেন, এবং ইমাম আস-সাখাভি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অন্যান্য ইমামদের সামনে তিনি হাদিসের দারস দিতেন।

এক ইহুদির সাথে প্রশ্নোত্তর

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ তখন কায়রোর প্রধান বিচারপতি। একবার তিনি একজন ইহুদির তেলের কারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইহুদি ব্যক্তিটি তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কারখানায় কাজ করছিল। সে প্রধান বিচারপতিকে দেখে এগিয়ে এসে বললো, আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনাকে এর উত্তর দিয়ে যেতে হবে। অতঃপর সে একটি হাদিস সম্পর্কে বলতে লাগল, 'মুমিন-মুসলমানদের জন্য এ পৃথিবী জাহান্নামের মতো, আর কাফিরদের জন্য জান্নাত'—আপনাদের নবির এই কথাটি কি সত্য? আল্লামা ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, সত্য। তখন ইহুদি বললো, যদি সত্যই হয়, তা হলে আপনি বলুন, আপনি এখন কোন দোজখে আছেন আর আমিই-বা কোন বেহেশতে আছি?

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য বেহেশতে যে নাজনিয়ামত ও অফুরন্ত সুখ-শান্তি রেখেছেন, তার তুলনায় এ দুনিয়ার জীবন বিষাদময় ও জাহান্নামস্বরূপ। আর কাফিরদের জন্য পরকালীন

জীবনে দোজখের যে ভয়াবহ শাস্তি এবং দুর্বিষহ জীবন অপেক্ষা করছে, সে তুলনায় এ পৃথিবীটা তাদের জন্য বেহেশতস্বরূপ।'

এই জবাব দেওয়ার পর ইহুদি লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি আজই (এখনই) ইসলাম গ্রহণ করব। আমাকে আপনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিন!

তারগিব-তারহিব ও ইবনু হাজার আসকালানি

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর ইলমের গভীরতা ও মেধাশক্তির দলিল হিসাবে এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। তিনি সালাতুত তারাবির অপেক্ষা করতেন, আর এ সময়টায় শাইখ শিহাবুদ্দিন ইবনু আসাদ তারগিব-তারহিব থেকে তালিম করতেন। তালিম ও সালাতের পর শাইখ শিহাবুদ্দিন ইবনু আসাদ দলবেঁধে ইবনু হাজার আসাকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর খিদমতে যেতেন। শাইখ বলতেন, তোমার নুসখা থেকে অমুক হাদিসটি বাদ পড়েছে। সে বলত, হজরত, আমি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি। কারণ, সেই হাদিসের শব্দের প্রতি আমার আস্থা হয় না। আর আপনাকে শোনানো ছাড়া পড়া উচিত মনে করিনি।[১]

মহান ইমামের মৃত্যু

এ মহামনীষী আটাই জুলহিজ্জা ৮৫২ হিজরি, মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৪৪৮, মতান্তরে ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা এ মহামনীষীকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, এবং তার রুহানি ফয়েজ ও বরকত মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক করুন। আমিন।

---

[১] আল-জাওয়াহের ওয়াদ-দুরার, ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ: ০১/৩৯৭

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মা বাদ!

কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবের ভূমিকায় ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, 'একদিন আমার কাছে কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু উপস্থিত হলেন। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, ইলম ও আল্লাহওয়ালা। তারা আমার কাছে আবেদন করলেন, আপনি তারগিব তথা আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহ ও তারহিব তথা শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শনমূলক একটি সমৃদ্ধ কিতাব রচনায় হাত দিন। তাদের বারবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ইসতিখারা (উদ্দিষ্ট কাজে আল্লাহর কল্যাণ কামনা) শুরু করি।

ইসতিখারায় ইতিবাচক ফলাফল পেয়ে আমি কিতাবটি রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করি। ডুব দিই হাদিসের ভান্ডারে এবং মূল্যবান মণিমুক্তো একত্র করার প্রয়াস চালাই। দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে হাদিসের সারনির্যাস তুলে আনার চেষ্টা করি। ফলে ছোটো ভলিয়মের হাদিসের এই ভান্ডারখানা তৈরি হয়। প্রতিটি হাদিস উল্লেখ করার পর আমি তার রেফারেন্স যুক্ত করে দিয়েছি। এটি কি সহিহ না-কি হাসান, না জয়িফ, সেই মানও উল্লেখ করেছি। তবে হ্যাঁ, দুটো কারণে হাদিসের ইল্লত উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

এক. বইয়ের কলেবর বড়ো না-করে সংক্ষিপ্ত করা ছিল আমার লক্ষ্য।

দুই. উলামায়ে কিরাম তারগিব তথা আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও তারহিব তথা আল্লাহর শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-বিষয়ক হাদিস সংকলনে শিথিলতা করেছেন।[১] আল্লাহ তাআলা কিতাবটি সকলের জন্য উপকারী করুন।

সংক্ষেপণ

মূল কিতাবে হাদিসের সংখ্যা ৫৭৬৬।[২] তবে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে রয়েছে মোট ১২০০ (বারোশত) হাদিস। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ ১০১০ হাদিস সংক্ষেপণ করেছেন। বাকি হাদিস সংক্ষেপণ করেছেন উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ হাফিজাহুল্লাহ।

---

[১] অনূদিত বইয়ে আমরা এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ যুক্ত করেছি।

[২] মাকতাবায়ে শামেলা।

যেহেতু ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ সংক্ষেপণের কারণ বা এক্ষেত্রে তার কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করে কোনো ভূমিকা লিখে যাননি, তাই উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ হাফিজাহুল্লাহ-এর ভূমিকাটি নিচে হুবহু তুলে ধরা হচ্ছে :

'দীর্ঘদিন যাবৎ ফিকহের কিতাবাদির তাহকিক-তাখরিজের সাথে জড়িত থাকায় আমি খুব ভালো করেই জানি, উলুমুল হাদিসের ছাত্র ব্যতীত হাদিসের ময়দানে বিচরণের সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। ফিকহের ছাত্রগণ যদিও হাদিসের এক বিশাল জগৎ নিয়ে ডুবে থাকেন, কিন্তু সেগুলোর সবই হয়ে থাকে ফিকহ-সংক্রান্ত। হাদিসের অন্যান্য ময়দানে তাদের বিচরণের সুযোগ খুব কমই হয়ে থাকে। (এ ছাড়া বাকিদের কথা বাদই দিলাম।) এজন্য আমার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছিল যে, এমন একটি কিতাব রচনার প্রয়োজন, যেখানে আলিম ও গায়রে আলিম সকলে যেন হাদিসের ময়দানে বিচরণের কিছুটা সুযোগ পায়। তারা যেন আমলের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে, এবং রুহানি খোরাক পেয়ে যায়।

আমি এই বিষয়ের কিতাবাদি অনেকদিন যাবৎ খুঁজছিলাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। অবশেষে হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব *মুখতাসার তারগিব ওয়াত তারহিব* কিতাবটি হাতে পেয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ।'

উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ আরও বলেন, 'মূল তারগিব তারহিব কিতাবের কলেবর অনেক বড়ো হওয়ায়, এবং বিষয়-বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বসাধারণের উপকারী হওয়ায় অনেক মুহাদ্দিস রচনাকাল থেকেই কিতাবটির সংক্ষেপণের কথা ভেবে আসছিলেন। অতঃপর ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে সবার সামনে পরিবেশন করেছেন। সংক্ষেপণের ক্ষেত্রে তার কর্মপদ্ধতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক অর্থবহ এবং তুলনামূলক ছোটো হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি শিরোনাম সাজিয়েছেন নতুন করে। অনেক জায়গায় অতিরিক্ত কিছু শব্দ-বাক্য এনেছেন, যা সবার জন্যই উপকারী হয়েছে।

মূল কিতাবের নোটগুলো যথাযথ রাখার পাশাপাশি আমি নিজেও কিছু টীকা যুক্ত করেছি। (বলে রাখা ভালো, প্রয়োজন অনুপাতে আমরা অনুবাদকদ্বয়ও কিছু পাদটীকা যুক্ত করেছি।) ফলে কিতাবটি আরও পুষ্ট হয়েছে, এবং পাঠকদের জন্য উপস্থিত হয়েছে উপাদেয় খাদ্য হিসাবে।'

বিষয়বস্তু

আরবিতে একটি প্রবাদ রয়েছে—'আল ইমানু বায়নার রাজায়ি ওয়াল খাওফ'। অর্থাৎ আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানের নাম হলো ইমান। এখানে আশা দ্বারা

উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রহমত ও করুণা কামনা, আর ভয় হলো আল্লাহর আজাব ও শাস্তির ভয়। ভয় ও আশা না-থাকাটা ইমানদারের জন্য ক্ষতিকর। আশা না-থাকলে ইমানদারের ওপর হতাশা চেপে বসে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'আপনি বলে দিন, হে আমার সেই বান্দারা, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না! নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তিনিই তো অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সুরা আজ-জুমার: ৫৩)

আর ভয় না-থাকলে মুমিনের জীবন নির্ভয় হয়ে যায়, যা কুফুরির শামিল।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল কারিমে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

'নিশ্চয় তারা সৎকাজসমূহে দ্রুত অগ্রসর হতেন এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকতেন। আর তারা ছিলেন আমার সামনে বিনয়ী।' (সুরা আল-আম্বিয়া: ৯০) অর্থাৎ তারা ছিলেন রহমতের প্রতি আশাবাদী এবং শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শ্রেণি নবি-রাসুলগণ যে-সব নিয়ামতলাভে ধন্য হয়েছেন, আর যে-সব বালামুসিবত থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেখানেও আশা-ভয় কার্যকর ছিল। আজও আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় ও আজাব থেকে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম তারগিব ও তারহিব।

ফেরেশতা, শয়তান ও মানুষের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, ফেরেশতা আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে না। অপরদিকে শয়তান নেক আমল করতে পারে না। পক্ষান্তরে মানুষ উভয়টির ওপরই ক্ষমতাবান। মানুষ ইচ্ছা করলে জান্নাতের পথে হাঁটতে পারে, আবার জাহান্নামের দিকেও ধাবিত হতে পারে। এজন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তাআলা নবি-রাসুল প্রেরণ করে মানুষকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, এবং জাহান্নাম থেকে ভয় দেখিয়েছেন।

মুসলমানের জীবন ইসলামের শেকলে আবদ্ধ, সে মুক্ত-স্বাধীন নয় যে, ইচ্ছা হলে ইসলাম পালন করলো বা ছেড়ে দিলো; তার জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে

চূড়ান্ত সফলতা ও ব্যর্থতা। এজন্য সফলতার সোনালি সিঁড়ি ও ব্যর্থতার অন্ধকার কূপ সম্পর্কে তাকে অবগত হতে হয়, যেন চূড়ান্ত সফলতায় সে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। আর এখানেই তারগিব ও তারহিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বলা চলে, তারগিব ও তারহিবের বিকল্প নেই এখানে।

তারগিব ও তারহিব আমাদের জানিয়ে দেয়, কোন কাজের প্রতি ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে, এবং কোন কাজে আমাদের সফলতার দুয়ার খুলবে, অর্জিত হবে সাওয়াব। অনুরূপ জীবনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেও সে আমাদের অবহিত করে।

শরিয়তের ভালো দিক, পাপকাজের অধ্যায়, উপদেশবাণী ও ধমক-সংবলিত হাদিস আমাদের জানতে হবে। মোটকথা, উৎসাহপ্রদান ও সতর্কবার্তা সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে।

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব

প্রায় ৮০০ বছর আগে রচিত কালজয়ী হাদিসের কিতাব আত-তারগিব ওয়াত তারহিব। প্রখ্যাত হাফিজুল হাদিস, বিখ্যাত মুহাদ্দিস জাকিউদ্দিন আব্দুল আজিম ইবনু আব্দুল কাওয়ি আল-মুনজিরি আশ-শাফিয়ি আশ-শামি আল-মিসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবটি রচনা করেছেন। রচনাকাল থেকে অদ্যাবধি শিক্ষিতসমাজে কিতাবটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। দাওয়াতের ময়দানে দায়িদের জন্য কিতাবটি অন্যতম উপায় ও সম্বল। এটি খুব সহজেই পাঠককের হৃদয়ে রেখাপাত করে। মন ও মনন, সর্বোপরি এর মাধ্যমে জীবন পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত শত শত। এটি সত্য-অনুসন্ধিৎসুদের পথ দেখায়। হাত ধরে পৌঁছে দেয় মহান রবের নিকটে। অন্তরে সঞ্চার করে খোদাভীতি এবং রাসুল-প্রেমের জোয়ার তোলে। মোটকথা, কিতাবটিতে রয়েছে হাদিসের বাহারি মণিমুক্তা ও মহামূল্যবান হীরে-জওহার।

অনূদিত *মুখতাসার তারগিব ও তারহিব*

আমাদের জীবনে তারগিব-তারহিব, আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও ইত্যাকার নানান বিষয়ে ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* কিতাবটি খুব বিখ্যাত একটি কিতাব। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে বাংলা ভাষায়ও কিতাবটির অনুবাদ সুসম্পন্ন হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

এতে মোট ১২০০ (বারোশত) হাদিস রয়েছে। কিতাবটি হাতে পাওয়ার পর আমি (ইউসুফ আমিন) ও বন্ধুবর আবদুল্লাহ মারুফ মিলে অনুবাদের কাজে হাত দিই। আলহামদুলিল্লাহ কিতাবটি এখন পাঠকের সামনে। কেমন কাজ হয়েছে বিজ্ঞ

পাঠকবর্গ তা ভালো বলতে পারবেন। যদি বলি, কিতাবটি আমরা নিজেদের জন্য অনুবাদ করেছি, আমরা চেয়েছি নববি সিফাতে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে, তবে এতে অত্যুক্তি হবে না।

বলে রাখা ভালো, বরকতের জন্য আরবি ইবারতে আমরা পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছি। আর বাংলা ভাষায় সাবলীলতা ধরে রাখতে পূর্ণ সনদ পরিহার করে কেবল শেষজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা চেয়েছি দীর্ঘ সনদে যেন পাঠক ক্লান্তিবোধ না করেন।

কিতাবটিতে আমরা ইমাম মুনজিরি ও ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুমুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করেছি। এ ছাড়াও জয়িফ হাদিস-বিষয়ক একটি প্রবন্ধও সংযুক্ত করা হয়েছে। উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ হাফিজাহুল্লাহ-এর তাহকিককৃত দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত নুসখাকে আমরা অনুসরণ করেছি। তবে মাকতাবায়ে শামেলায় ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আত-তারহিব ওয়াত তারগিব* এবং শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব* ও *জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব* আমাদের সামনে ছিল।

আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিটি হাদিসে উল্লেখিত মুহাক্কিকদ্বয়ের পৃথক তাহকিক ও তাখরিজ তুলে ধরতে। সেক্ষেত্রে আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব* এবং *জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব*-এর নুসখাগুলোকে সামনে রাখার পাশাপাশি শাইখ শুআইব আরনাউতের যে-সব হাদিসের তাহকিক পাওয়া যায়, সেগুলোও উল্লেখ করেছি। (কারণ, শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ পৃথকভাবে *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* কিতাবের কোনো তাহকিক করেননি।) আর যেখানে শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ-এর তাহকিক নেই, সেখানে অন্য ইমামদের তাহকিক উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রহ.-এর তাহকিক আমি (ইউসুফ আমিন) যুক্ত করেছি, আর বন্ধুবর মুস্তাফিজুর রহমান শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.-এর তাহকিক যুক্ত করেছেন।

সর্বশেষ বিনয়াবনত হয়ে আমরা বলতে চাই, কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও তো মানুষ ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। অতএব সম্মানিত পাঠকবর্গের দৃষ্টিতে কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

ইউসুফ আমিন

চরফ্যাশন, ভোলা

২০-০৯-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। শত অযোগ্যতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কাজটি শেষ করার তাওফিক দিলেন। শ্রদ্ধাবনত হয়ে আবারও তাই কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

মুখতাসার আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবটি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। বড়ো বড়ো মনীষীদের কলমের আঁচড় অঙ্কিত রয়েছে এই কিতাবে। স্বয়ং লেখক ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ তো আছেনই, এরপরে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ কিতাবটিতে কাজ করেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ-সহ মনীষীদের আরও অনেকেই কিতাবটিতে নিজের সম্পৃক্ততা যুক্ত করেছেন।

যদিও বাংলা ভাষায় মূল *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*-এর অনুবাদ ইতঃপূর্বে প্রকাশ হয়েছে, তবে আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *মুখতাসার*-এর অনুবাদ হয়নি, অথচ সংক্ষিপ্ত এই কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরবদের কাছে এই সংক্ষেপণটির চাহিদাও খুব।

জামেয়া দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় থাকাকালীন ইউসুফ আমিন ভাই আর আমি (আবদুল্লাহ মারুফ) কিতাবটির বঙ্গানুবাদ শুরু করেছিলাম। শুরুতে নিজে শেখা এবং হাদিসগুলো নিবিড়ভাবে পড়ার জন্যই বইটি পড়া শুরু করেছিলাম। বলা যায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্যই কাজটি আরম্ভ করা। এরপর তো পুরোটাই অনুবাদ করে ফেলা হলো!

তবে এই অনুবাদ-জার্নিটা অত সহজ ছিল না। বারোশত হাদিসের টাইপিং, অনুবাদ, তারপর তাখরিজের কাজ—সব মিলিয়ে আমাদের বেশ শ্রম দিতে হয়। এখানে একটি 'গুমোর ফাঁস' করি, আমি আরবি টাইপিং দু অক্ষরও পারতাম না কম্পিউটারে! মোবাইলে হাত চালু ছিল, কিন্তু কম্পিউটার বা ল্যাপটপের পাতায় লিখতেই পারতাম না। কিন্তু অনুবাদ শুরু করার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফুল টাইপিং শিখে অনেকগুলো হাদিসের আরবি অক্ষরও লিখে ফেলি দ্রুত! এখানে ছোট্টো এই উদাহরণটি বলার কারণ হলো, কাজটি শুরু করেছিলাম ভয়ে ভয়ে, কিন্তু এরপরে অনুভব করেছি অবারিত নুসরত ও বরকত...। আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের কাজটি আরও আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমরা দারুল মাআরিফের বার্ষিক পরীক্ষার পর ছুটিতে আরও সপ্তাহখানেক মাদরাসায়ই

থেকে যাই। রাতদিন এক করে কাজটি এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকি। কেবল সালাতের সময় ব্যতীত নাওয়াখাওয়া ভুলে ডুবে থাকি কাজে, তবুও শেষ হয়নি। অতঃপর রমজান চলে আসে এবং তারাবির দায়িত্ব থাকায় আমি ময়মনসিংহে চলে আসি, ইউসুফ আমিন ভাই ঢাকায়।

এই যে ভাটা পড়ল! বাড়িতে এসে কিতাবটি আর হাতে নেওয়ারই সুযোগ হলো না। রমজান এবং রমজানের পর দীর্ঘদিন *সীরাতে সাহাবিয়া*-এর পেছনে সময় দিতে হয়। এদিকে প্রকাশক সাহেব কিতাবটির প্রচ্ছদসহ মাসিক আল কাউসারে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসেন, আসছে...! এরপর সেই বিজ্ঞাপনের ছবি পাঠিয়ে বারবার আমাদের তাগাদা দিতে থাকেন।

তার তাড়া খেয়ে অবশেষে সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে আবারও রাতদিন কিতাবটি নিয়ে পড়ে থাকি। একই কাজ দীর্ঘসময় করতে করতে যখন ক্লান্তিবোধ হতো, তখন কোনো বই হাতে নিতাম বা স্বর্ণখণ্ড এইসব মুহূর্ত একটু একটু করে দিনলিপির পাতায় টুকে রাখার কোশেশ করতাম। অনুবাদ শেষ হওয়ার দিন লিখেছিলাম—'গতরাতেই কাজটি শেষ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আড়াইটা-তিনটার দিকে চোখ ভেঙে আসে। পরে একটুখানি গা এলিয়ে বসি বিছানায়, অমনি ঘুম! পৌনে পাঁচটায় উঠে ফজরের সালাত পড়ি। সালাতের পর বরকতময় সময়ে কিতাবটি আবারও ধরি, এবং সর্বশেষ হাদিসটি এই এখন শেষ করছি।

যদিও বলতে নেই, তবু দিলের তড়প একটু করে বলে ফেলি। সর্বশেষ হাদিস হলো জান্নাত আর জান্নাতিদের নিয়ে, এবং আল্লাহর দিদার-বিষয়ক। সত্যি বলতে কি, হাদিসটি পড়তে গিয়ে আজ ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে! এর আগেও হাদিসটি বারবার শুনেছি, পড়েছিও, কিন্তু এমন বেচাইন অবস্থা আর হয়নি। জান্নাতিদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথোপকথন। সবকিছুর পরেও আমি যেন থাকতে পারি সেই বৈঠকে, সেই মজমায়—এই তীব্র বাসনাটি আমাকে...। কবুল করো হে মালিক!'

এই ছিল সেদিনের দিনলিপি বা অনুভূতি। কাজটি করতে গিয়ে আমার খুব সুকুন অনুভূত হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, কিন্তু মানসিক যে প্রশান্তি পেয়েছি, তা বলি কী করে! অবশ্য হাদিসগুলোতে আরও সময় দেওয়ার দরকার ছিল। আরও নীরব নির্জন ও দীর্ঘ সময় পেলে কাজটি আরও সুন্দর ও সুখপাঠ্য হতো—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাদিসের মূলানুগ অর্থ ঠিক রেখে আরেকটু কীভাবে সাবলীল করা যায়, এই চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক সময় এমন হয়েছে যে, একটি হাদিস নিয়ে বসে আছি, বসে আছি, দীর্ঘ দীর্ঘ সময়; কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না জুতসই কোনো শব্দ! এটি নিশ্চয়ই

আমাদের অযোগ্যতার কারণে হয়েছে। হাদিসের যথার্থ অনুবাদের কাজ করার মতো শক্তি এখনও আমাদের ডানায় আসেনি, কিন্তু প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। সেই প্রচেষ্টা ও ভালোবাসার সমন্বয়ে আমরা কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছি। তবুও ভুল হতেই পারে। তাই বিনীত আবেদন রইল, কারও নজরে কোনো অসংগতি বা ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন!

আবদুল্লাহ মারুফ

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

০২-১০-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত

১. লেখকের বন্ধু ইমাম বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মদ হালাবি রাহিমাহুল্লাহ। লেখকের সাথে যার দীর্ঘদিনের ওঠাবসা। তিনি ভেতর-বাহিরের সবকিছু ভালোভাবে জানতেন। উজালাতুল ইমলা ফিত তারগিব ওয়াত তারহিব নামে চমৎকার একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, আত-তারগিব ওয়াত তারগিব সংকলন ও বিন্যাসে চমৎকার একটি কিতাব। অনুপম পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে কিতাবটি সাজানো হয়েছে। সম্ভবত এ বিষয়ে এটিই প্রথম কিতাব। এর নজির এখনও রচিত হয়নি।

২. ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-বিষয়ক মহামূল্যবান একটি কিতাব।

অন্য জায়গায় তিনি বলেন, তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-বিষয়ক সমৃদ্ধ এবং পাঠকের জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণিমুক্তা দ্বারা হাদিসের দামি অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

৩. শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কিরামের কাছে এটি অস্পষ্ট নয় যে, তারগিব-তারহিব কিতাবটি আল্লাহর রহমতের প্রতি উৎসাহদান ও শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন-সমৃদ্ধ একটি কিতাব। আল্লামা মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরিয়তের বিভিন্ন অধ্যায়ের তারগিব-তারহিব-বিষয়ক হাদিসগুলো জমা করেছেন। যেমন—ইলম, সালাত, ব্যবসায়, মোয়ামেলা, আখলাক-শিষ্টাচার, যুহদ, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি, যা প্রতিজন বক্তা, ইসলামিক স্কলার, খতিব, শিক্ষক এমনকি প্রতিটি মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কিতাবটি সাজিয়েছেন। আমি বলব, কিতাবটি তার নিজস্ব বিষয়বস্তুতে একক। উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে তুলনারহিত।

৪. উস্তাজ ড. সায়িদ বাকদাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবটি সহজেই পাঠকের হৃদয়ে রেখাপাত করে যায়। এর মাধ্যমে মন ও মনন, এমনকি জীবন পরিবর্তন করার নজির অনেক। এটি সত্যান্বেষীদের পথ দেখায়, হাত ধরে নিয়ে যায় রবের দরজায়। অন্তরে সঞ্চার করে খোদাভীতি, রাসুল-প্রেমের জোয়ার তোলে হৃদয়ে। রাসুলের ভালোবাসায় হৃদয় পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে তারগিব-তারহিবের প্রসিদ্ধি যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান রয়েছে।

জয়িফ হাদিস : কিছু কথা

আল্লামা হাফিজ সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আভিধানিক অর্থে হাদিস শব্দটি কাদিম, তথা অবিনশ্বরের বিপরীত। আর পরিভাষায় হাদিস বলা হয়, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত; চাই তাঁর বক্তব্য হোক বা কর্ম, বা অনুমোদন, কিংবা গুণাবলি; এমনকি ঘুমন্ত বা জাগ্রত উভয় অবস্থায় তাঁর নড়াচড়া ও স্থিরতার সবই হলো হাদিস। [ফাতহুল মুগিস]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িন, তাবে তাবিয়িন ও মুহাদ্দিসিনে কিরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হাদিসের এই বিশাল ভান্ডার। উম্মতে মুসলিমার বরকতময় এই জামাতের যৌথ প্রচেষ্টায়, মুহাদ্দিসিনে কিরামের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণিত হয়েছে—সহিহ, সহিহ লি-গায়রিহি, হাসান, হাসান লি-গায়রিহি, জয়িফ, জয়িফ জিদ্দান ও মওজু ইত্যাদি পরিভাষাগুলো। এ বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলো।

এক.

আমলের ভিত্তি হাদিসের মানের ওপর নির্ভরশীল। আর হাদিসের মাননির্ণয় হয় বর্ণনাকারী-সহ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। কেননা, শরিয়ত কর্তৃক হাদিসের মান নির্ধারণ করা নেই। শরিয়ত এটা বলে দেয়নি যে, অমুক শর্ত পাওয়া গেলে কোনো হাদিস সহিহ হবে আর না-পাওয়া গেলে দুর্বল হবে। এজন্য মুহাদ্দিসিনে কিরাম প্রতিটি হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছেন। নিজস্ব গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বর্ণনাকারীদের ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

ভালো করে মনে রাখা দরকার, মুহাদ্দিসিনে কিরাম নিজস্ব গবেষণাপদ্ধতির অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে হাদিসের ওপর হুকুম দিয়েছেন, বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে দুয়েক শব্দে মন্তব্য করেছেন। যেহেতু প্রত্যেকের মেধা ও জ্ঞানের পরিধি এক নয়, এবং গবেষণাপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন, তাই হাদিসের হুকুমে আমরা ভিন্নতা দেখতে পাই। দেখা যায়, একই হাদিস একজন মুহাদ্দিসের নিকট হাসান, তো আরেকজনের নিকট জয়িফ। অথবা একজন সহিহ বলেছেন, আরেকজন মতামত দিয়েছেন জয়িফ বা জয়িফ জিদ্দান বলে। তারগিব ও তারহিবের অনেক স্থানে আমরাও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হব।

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো একটি হাদিসকে একজন মুহাদ্দিস জয়িফ বললেই সকলের নিকট তা জয়িফ হয়ে যায় না। অন্যান্যদের গবেষণায় হাদিসটি সহিহ বা হাসানও নির্ণিত হতে পারে। সুতরাং এটি নিয়ে অতিবাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।

দুই.

হাদিসের সহিহ ও জয়িফ হওয়া যেমন ইমামদের কথার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তেমনই হাদিসের ওপর আমলের বিষয়টিও তাদের মতামতের ওপরই ভিত্তি করে হবে। ইমামদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হবে হাদিসের তাতবিকি ময়দান, তথা প্রয়োগিক ক্ষেত্র। উলামায়ে কিরাম বলেন, সহিহ, সহিহ লি-গায়রিহি, হাসান ও হাসান লি-গায়রিহি এই মানের হাদিসসমূহ ফজিলতের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য তো বটেই, পাশাপাশি বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য। আর মওজু যেহেতু হাদিস নয়, তাই যোগ্য বা অযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মুহাদ্দিসিনে কিরাম শর্তসাপেক্ষে বিশেষ স্থানে জয়িফ হাদিস গ্রহণ করেছেন। আবার বহু জায়গায় বর্জনও করেছেন। গ্রহণ করার ক্ষেত্রগুলো হলো : তারগিব-তারগিব, আদব-শিষ্টাচার ও ফজিলত।

মোটাদাগে বললে শর্তগুলো হলো—

১. হাদিসটি ফাজায়েল-সংক্রান্ত ও তারগিব তারহিবের ক্ষেত্রে হতে হবে; হালাল-হারাম তথা শরিয়তের আহকাম ও আকিদার ক্ষেত্রে হতে পারবে না।

২. শরিয়তের কোনো উসুলের অধীনে হতে হবে।

৩. কোনো সহিহ হাদিসের বিপরীতে হতে পারবে না।

মোটামুটি এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে প্রায় সকল মুহাদ্দিস, এমনকি মরহুম আলবানি রাহিমাহুল্লাহও বলেন, জয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য। এজন্য দেখা যায়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিনে কিরামের যারা যুহদ, আদব, তারগিব-তারহিব বিষয়ে লিখেছেন, তারা সবাই এই মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

এমনকি আমরা ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ-কেও একই পথে চলতে দেখি। তিনি সহিহুল বুখারি সংকলন করতে গিয়ে অনেক বেশি সতর্কতার কারণে বহু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিই যখন আবার যুহদ তথা আদব-সম্পর্কিত কিতাব *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বইটি আমাদের প্রকাশন থেকে দুই খণ্ডে অনূদিত হয়েছে) রচনা করেন, তখন অতটা সর্তকতা অবলম্বন করেননি। গভীরে গিয়ে প্রতিটি হাদিসকে যাচাই-বাছাই করেননি। ফলে তার *আল-আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে কিছু দুর্বল হাদিসও স্থান পেয়েছে।

একইভাবে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ-এর দুজন উস্তাজ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল ও হান্নাদ ইবনুস সারি রাহিমাহুমুল্লাহ কর্তৃক রচিত যুহদের কিতাবে অনেক জয়িফ হাদিস রয়েছে। তাদের অনুসরণে পরবর্তীকালে যারা তারগিব-তারহিব, ফাজায়েলে আমল, শিষ্টাচার ও মাওয়ায়েজ-সংক্রান্ত কিতাব লিখেছেন, তারা এসব বিষয়ে হাদিস আনতে গিয়ে অনেক জয়িফ হাদিসও উল্লেখ করেছেন। যেমন—ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ* । ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ-এর *কিতাবুদ দুআ* । ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ-এর *শুআবুল ইমান* ও *আয-যুহদুল কাবির* । ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আল-আযকার* অনুরূপ ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*-ও একই সূত্রে গাঁথা।

এমনকি শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-এর *আল-কালিমুত তাইয়িব* ও ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ-এর *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব* কিতাবে অনেক দুর্বল হাদিস স্থান পেয়েছে। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো সতর্ক মুহাদ্দিসের উপস্থিতিতে আত-তারগিব ওয়াত তারহিবের তালিম হতো, আর তিনি তা আগ্রহভরে শুনতেন। জীবনের শেষ দিকে এসে তো তিনি কিতাবটির সংক্ষেপণই করে ফেললেন, যা আজ আমাদের হাতে, অথচ এখানেও কিন্তু কিছু দুর্বল হাদিস আছে। সুতরাং হাদিস দুর্বল হলেই যে অগ্রহণীয়, বিষয়টি এমন নয়; বরং দুর্বল হাদিসকে যারা দুর্বল বলেছেন, তারাই এর পাশাপাশি দুর্বল হাদিস গ্রহণ করার নীতিমালা বলে দিয়েছেন, এবং দেখিয়ে দিয়েছেন আমলের ক্ষেত্রগুলো।

জয়িফ হাদিস সম্পর্কে সালাফদের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো—

[১] ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা উৎসাহপ্রদান ও ফজিলতের হাদিসসমূহ মাশায়েখে কিরাম থেকে বর্ণনা করো। আর হালাল-হারামবিষয়ক হাদিসগুলো সেসব মুহাদ্দিসের থেকে গ্রহণ করবে, যারা মতনের কমবেশ সম্পর্কে অবগত।[১]

[২] একদা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-কে জয়িফ হাদিস বর্ণনাকারী একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, এই বিষয়ে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করার অবকাশ রয়েছে। তখন হজরত আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোন বিষয়ে? তিনি বললেন, শিষ্টাচার, যুহদ ও উপদেশ ইত্যাদি।[২]

---

[১] আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়াহ: ১৩৩–১৩৪।

[২] আল-জারহ ওয়াত তাদিল: ২/৩০

[৩] ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিস-বিশারদ উলামায়ে কিরাম দুআ ও আমলের ফজিলতবিষয়ক হাদিসগুলো গ্রহণ করতে উদারতা প্রদর্শন করেছেন, যতক্ষণ না হাদিসটি কোনো জাল হাদিস বর্ণনাকারী অথবা মিথ্যুক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়।[৩]

[৪] হাফিজ জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ ইমাম বিধিনিষেধ-বিষয়ক হাদিসে কঠোরতা করেছেন, শিথিলতা করেননি। তবে ফজিলত ও উপদেশ-বিষয়ক হাদিসের ক্ষেত্রে বেশ শিথিলতা করেছেন। সুতরাং তোমরা ফজিলত ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বল সনদের হাদিস গ্রহণ করতে পারো। তবে মিথ্যাবাদীর থেকে গ্রহণ কোরো না।[৭]

[৫] খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নেক কাজের প্রতি উৎসাহ, ওয়াজ নসিহত-বিষয়ক হাদিস সকল মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করা বৈধ।

[৬] সুরা আন-নুরের ৩০ নম্বর আয়াতের তাফসিরে ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, হাদিসটি দুর্বল হলেও তারগিব তারহিবের ক্ষেত্রে শিথিলতা করা হয়।

এ ছাড়া ইবনু আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহ-এর *জামিউ বায়ানিল ইলম*-এর ১৫৮ নং পৃষ্ঠায়, ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ *শরহু ইলালিত তিরমিজি* গ্রন্থে, ইমাম সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ *তাদরিবুর রাবি* গ্রন্থে প্রায় একই কথা বলেছেন, এবং কর্মক্ষেত্রে এই নিয়মের অনুসরণ করেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহও তারগিব-তারহিবের ভূমিকায় অনুরূপ মতামত দিয়েছেন।

পরিশেষে বলব, এখানে সংক্ষিপ্তাকারে জয়িফ হাদিস বিষয়ক আলোচনা উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আওয়ামা হাফিজাহুল্লাহ-এর *হুকমুল আমাল বিল হাদিসিজ জয়িফ* ও শাইখ আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ-এর *মুহাজারা ফি উলুমিল হাদিস* কিতাব দুটো দেখে নিতে পারেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

এ কাজটি আমার ইলমি আমলি জিন্দেগির রাহবার উস্তাদে মুশফিক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সন্দিপী হাফিজাহুল্লাহর জন্য হাদিয়া।

মুস্তাফিজুর রহমান
০১-০২-২২ খ্রিষ্টাব্দ
রাত একটা বেজে দশ মিনিট

---

[৩] শুআবুল ইমান, হাদিস নং: ১৯১৪।
[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/৫৬৫

অধ্যায় : ইখলাস

বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি উৎসাহ

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ.

[১] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণকালে তিনি (মুআজ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার দীনকে খাঁটি করো, তা হলে অল্প আমল তোমার (নাজাতের) জন্য যথেষ্ট হবে।'[১]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: مَثَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا وَلاَ مَالاً فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا

---

[১] মুসতাদরাকে হাকিম: ৭৮৪৪, শুআবুল ঈমান: ৬৮৫৯। হাদিসের মান: জয়িফ; **জয়িফুত তারগিব ওয়াত তারহিব: ২, হাদিসের মান: জয়িফ, মুনকাতে। ইমাম বায়হাকি বলেন, আমর ইবনু মুররাহ মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত পাননি, উবায়দুল্লাহ ইবনু যাহর জয়িফ, ওয়ালিদ ইবনু ইমরানকে আমি চিনি না।**

عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ.

[২] আবু কাবশা আল-আনমারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো চার ব্যক্তির অনুরূপ:

এক. এমন ব্যক্তি, কাউকে আল্লাহ্ তাআলা ধনদৌলত ও জ্ঞান দান করেছেন, এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ উত্তম কাজে সেগুলো ব্যয় করে।

দুই. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান দান করেছেন ঠিকই, কিন্তু সম্পদ দেননি; আর সে বলে যে, ওই ব্যক্তির মতো ধনদৌলত থাকলে আমিও তার অনুরূপ কাজে লাগাতাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ দুজনে সমান সমান পুরস্কার পাবে।

তিন. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞান দেননি, আর সে তার সম্পদে ভ্রষ্টনীতি অবলম্বন করে অন্যায় পথে তা ব্যয় করে থাকে।

চার. এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানগুণ বা দৌলত কোনোটিই দেননি, কিন্তু সে (মনে-মনে আশা নিয়ে বলে) বলে, সেই ব্যক্তির অনুরূপ আমার ধনসম্পদ থাকলে, আমিও তার মতো (মন্দ) কাজে ব্যবহার করতাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ দুই ব্যক্তি সমান অপরাধী।[১]

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا جَعْدٌ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

[১] সুনানুত তিরমিজি: ২৩২৫, সুনানু আবি দাউদ: ৩৮৬২, মুসনাদু আহমাদ: ১৮০২৪, সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪২২৮, হাদিসের মান: সহিহ; **সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব: ১৬, হাদিসের মান: সহিহ লি-গাইরিহি।**

[৩] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হাদিসে কুদসিস্বরূপ) তার রব থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তাআলা নেক কাজ ও গুনাহসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে-ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করলো, কিন্তু সে তা বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না, তবুও আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য পরিপূর্ণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।

আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করে সেটি বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তাআলা দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত, এমনকি আরও অধিক সাওয়াব তাকে দান করে থাকেন। তদ্রূপ যে-ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করেনি, তা হলে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে পূর্ণ একটি সাওয়াব দেবেন। আর যে ব্যক্তি সেই মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তা বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় মাত্র একটি গুনাহ লিখবেন।[১০]

وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً أَوْ مَحَاهَا وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ

অন্য বর্ণনায় এসেছে, গুনাহের ইচ্ছা করে গুনাহ না করলেও একটি গুনাহ লিখা হবে, অথবা একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর নাফরমান ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করেই ধ্বংস হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ.

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে লক্ষ করে বলেন, আমার কোনো বান্দা যদি গুনাহের কাজের ইচ্ছা পোষণ করে সেটি না করে, তা হলে তার আমলনামায় গুনাহ লিখো না। আর যদি সে তা করে ফেলে, তা হলে সমপরিমাণ গুনাহ লিখো। আর আমার ভয়ে সে ওই গুনাহ পরিহার করলে, তার আমলনামায় একটি নেকি লিখে দাও। আর যদি কোনো বান্দা ভালো কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু

[১০] সহিহুল বুখারি: ৬০৪৭, হাদিসের মান: সহিহ; **সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব: ১৭, হাদিসের মান: সহিহ।**